

দুই দানব - সূত্র

দু'জন পাঠক ইমেইল করেছেন “দুই দানব” নিবন্ধে উল্লিখিত অ্যাটম বোমা এবং আটলান্টিক চার্টারের সূত্র চেয়ে। এ দু'টো নেয়া হয়েছে শৈলেশ দে'এর তিন খন্ডে প্রকাশিত বিশাল বই “আমি সুভাষ বলছি” থেকে। বইটা কলকাতার বিখ্যাত সাপ্তাহিক “দেশ” পত্রিকায় কয়েক বছর ধরে ছাপা হয়েছিল, নেতাজীর মরণপণ স্বাধীনতা সংগ্রামের আর ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ওপরে এটা বিস্তারিত গবেষণার বই। গভীর দেশপ্রেম, পুংখানুপুংখ দলিল-সম্ভার, অসম্ভব রোমাঞ্চ ও বিরল সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ এ বই। স্বাধীনতার জন্য নেতাজীর আকুলতা আর মরণপণ চেষ্টা, আর জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার অসহ কষ্ট, নির্ভীক দেশপ্রেম আর অপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনী ধরা আছে এ বইতে।

অ্যাটম বোমার উল্লেখ আছে এর ৩য় খন্ডের ৩৫৬ পৃষ্ঠায়। তারিখ দেয়া নেই, কিন্তু পটাশডামে চার্চিল-টুম্যান-স্ট্যালিনের মিটিং-এর সময় যুদ্ধ চলছিল। আত্মসমর্পনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবার মানেই হল এ প্রস্তাব সেখানে পৌঁছেছিল। কিন্তু প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় হিরোশিমা-নাগাসাকিতে বোমা বর্ষনের পরে।

আটলান্টিক চার্টারের উল্লেখ আছে ২য় খন্ডের ৩১০ থেকে ৩১৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। চার্চিল বলেছিলেন - **I did not become the King's first Prime Minister to preside over the the liquidation of the British empire.** আর রুজভেল্টের উল্টোপুরাণের দলিল :-

“গত ১৯শে ডিসেম্বর (১৯৪৪) এক সাংবাদিক সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন যে, আটলান্টিক সনদে কেউ কখনো স্বাক্ষর করেনি, বস্তুত এরূপ কোন দলিলই নেই এবং এরূপ সরকারী দলিল কখনও ছিল না। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের এই ঘোষণায় গুয় সব দেশেরই লোক অল্প-বিস্তর রুষ্ট, বিক্ষুব্ধ বা বিস্মিত হয়েছে। আজ যে দলিলের অস্তিত্বই নেই বলে মিঃ রুজভেল্ট সব আশা-নিরাশার নিরসন করে দিয়েছেন, গত তিন বছরেরও বেশীকাল ধরে কিন্তু সেই দলিল মানুষের মনের আসর বেশ গরম করে ছিল। এ নিয়ে কত বাক-বিতণ্ডা হয়েছে, কত কূট-তর্ক উঠেছে, কত ব্যাপারে এর দোহাই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কেউ ঘুনাঙ্করেও তো কখনো বলেনি, এরূপ দলিল নেই!” - সাপ্তাহিক দেশ, ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৪৪ সাল।

ধন্যবাদ

ফতেমোল্লা

২শে মে, ৩৩ মুক্তিসন।